মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল করোনা মুক্ত

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সভাপতি হাজী মোঃ গোলাম রসুল করোনা মুক্ত হয়েছেন।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে করোনা ভাইরাস ফলোআপ নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

গত ১৭ জুলাই করোনা ভাইরাস সন্দেহে সোয়াব পরীক্ষার জন্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুলের নমুনা পাঠানো হয়েছিল। ওই নমুনা তে তার পজিটিভ রিপোর্ট আসে।

১৫ দিন চিকিৎসা নেওয়ার পর রিপোর্ট ২ সপ্তাহ পর আবার নমুনা পাঠানো হয়েছিল । এতে এবার তার নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

বর্তমানে গোলাম রসুল সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন বলে তিনি জানান।

মেহেরপুরে নতুন রুপে রনি রেস্তোরাঁর যাত্রা শুরু

মেহেরপুর নিমতলা বাসস্ট্যান্ডে নতুন রুপে রনি রেস্তোরাঁর যাত্রা শুরু হলো।

বুধবার বিকালে মেহেরপুর হোটেল বাজারে রনি রেস্তোরাঁ ভিতরে দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে শুভ উদ্বোধন করে।

এ সময় রনি রেস্তোরাঁর মালিক জীবন বলেন আমরা প্রথম থেকেই সততার সাথে ব্যবসা করে আসছি। আসা করি করে যাবো। সব সময় আমাদের চেষ্টা

থাকবে আমরা যেনো আপনাদের সেবাটা ঠিক ভাবে দিতে পারি।

এখানে উন্নত মানের খাবার পরিবারের সবাই মিলে এক সঙ্গে খেতে পারবেন।

গাংনী হাসপাতালে সংক্রমণ ঠেকাতে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি কর্তৃপক্ষ

মেহেরপুরের গাংনী হাসপাতালের ডাক্তার,নার্স সহ ৬জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। সংক্রামণ ছড়িয়ে পড়ায় আশঙ্কায় হাসপাতালে কর্মরত ও সেবা নিতে আসা রুগী ও তার স্বজনরা পড়েছে বিপাকে। এছাড়া গাংনী হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুনের স্বামী আবু শামা ও মেডিক্যাল টেকনোলজি ল্যাব সুনিতা রানীর স্বামী অশোক চদ্র বিশ্বাস করোনা পজেটিভ।

হাসপাতাল থেকে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন বলে ধারনা তাদের। ইতোমধ্যে মেডিক্যাল টেকনোলজি ল্যাব সুনিতা রানীর করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দিয়েছেন।

আক্রান্তরা হলেন,গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম,আবাসিক মেড্যিাকল অফিসার ডা: সাদিয়া সুলতানা,ডা: হামিদুল ইসলাম,সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুন,উপসহকারী কমিউনিটি মেড্যিাকল অফিসার তানভীর আহমেদ ও অফিস সহকারী আসাদুজ্জামান লিটন। এর মধ্যে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম সুস্থ হয়েছেন।

আক্রান্ত কয়েকজন ডাক্তার জানান,করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা নেয়ার ৫দিন পর ফলাফল পাওয়া গেছে। ঐ ৫দিন হাসপাতালের ইনডোর আউটডোরে রুগী দেখেছেন তারা। তাদের কাছ থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশংখা করছেন স্থানীয়রা। এদিকে গাংনী হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুনের করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করলেও ফলাফল

পেতে কয়েকদিন সময় লেগেছে এর মধ্যে সে হাসপাতালের দুটি ওয়ার্ডেই কর্মরত ছিলো। তার কাছ থেকে অন্যান্য রুগী ও তার স্বজন ছাড়াও সহকার্মীরা সংক্রামিত হতে পারে বলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে করোনা পজেটিভ ডাক্তার নার্স ও অফিস সহকারীর সংস্পর্শ আসা হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীদের হোমকোয়ারেন্টাই না করায় ক্ষোভ জানিয়েছেন তার স্বজনরা। আক্রান্তদের কাছ থেকে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়তে পারে এ জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে চাইলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম বলেন, তিনি বলেন হাসপাতাল তো বন্ধ রাখা যাবেনা। সিমাবদ্ধার মধ্যেও সেবা দিতে হবে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলমকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য: গাংনী উপজেলায় মোট করোনা আক্রান্ত ৮৬,সুস্থ ৪০ ও মৃত্যু ৩ জন।

মেহেরপুরের ইসলামপুরে সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, আহত -২

মেহেরপুর সদর উপজেলা ইসলামপুর গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধে ভাইয়ের হাতে আরেক ভাই মহাব্বত আলী ও তার ছেলে বাহারুলকে রড ও রামদা দিয়ে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার সকালে ইসলামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় কাশেমের ছেলে নজুল ও তার ছেলে আশানুর, অন্য ভাই ওয়াদ আলির ছেলে সাজ্জাদ আলীর নামে মামলা হয়েছে।

জানা গেছে, জমি বেচাকেনা বিরোধের জের ধরে ভাইয়ে হাতে ভাইকে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে উপজেলার আমদাহ ইউনিয়নের

ইসলামপুর গ্রামের মহাব্বত আলীর সাথে। মহাব্বত আলীর বাড়ির জমি বিক্রয় নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল তার ভাই নজুল মিয়াসহ অন্য ভাইদের সাথে।

এ নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতো। এক সময় মহাব্বত আলী জমি বিক্রয়করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার ভাইয়েরা জমি ক্রয় করবে বলে দীর্ঘ দিন ঘুরাতে থাকে।পরবর্তীতে মহাব্বত আলী জমি বিক্রয় করা জন্য বাড়িতে গেলে নজুল ও তার ছেলে আশানুর, অন্য ভাই ওয়াদ আলির ছেলে সাজ্জাদ আলী রড ও রামদা দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে তাকে।

মহাব্বত আলী বলেন, আমি অনেক বছর আগে আমদাহ গ্রামে আমার শশুর বাড়িতে চলে আছি। সেই থেকে আমি আমদাহ গ্রামে বসবাস করি। ইসলামপুরে আমার বাপরে বাড়ি। বসত বাড়ির পৈতৃক কিছু জমি আমার নামে রয়েছে। সেই জমি আমার ভাইয়েরা ক্রয় করবে বলে আমাকে জানায়। ১টি বছর আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াই আজ নেব না কাল নেব বলে। আমার টাকার প্রয়োজন তাই আমি ভাইকে বলি জমি নেবে কি না। তখন তারা রেগে বলে জমি নেব না। কে নেয় দেখি তোর জমি।

আজ সকালে আমি ইসলামপুর আমার বাড়িতে গেলে নজুল ও তার ছেলেসহ অন্য ভাইয়ের ছেলেরা আমাকে ও আমার ছেলে বাহারুলকে হত্যার উদ্যেশে দামদা আর রড দিয়ে কোপাতে থাকে। এক সময় আমি মাটিতে পড়ে গেলে স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে সদর উপজেলার ইসলাসপুর গ্রামে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামাতিতে দুজন আহত হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জানান তিনি।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক

ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ ফরিদুল ইসলাম ওরফে ফরি নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে এস আই তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক ফরি একই গ্রামের মসজিদ পাড়ার মৌলাদ মন্ডলের ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আটক আসামীর বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করার প্রক্রিয়া চলছে।

মেপ্র/এমএফআর

বিচার ও নিরাপদ সড়কের দাবীতে গাংনীতে মানববন্ধন

মেহেরপুর স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট এসোশিয়েনর রাজশাহী বিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মকবুল আহাম্মেদ ও আক্তারুজ্জামান ট্রাক চাপায় নিহতের ঘটনায় বিচার ও নিরাপদ সড়কের দাবীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী বাজার বাস-ষ্ট্যান্ডে মানববন্ধনের আয়োজন করে মেসডা নামক ছাত্র সংগঠন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি কমল হোসেনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাহিদ উজ্জামান, কুষ্ঠিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, রাজশাহী বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি আরিফ হোসেন, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক টিটোন আহাম্মেদ,মেসডা’র সদস্য জাকির হোসেন প্রমুখ।

এসময় বক্তরা বলেন, দুর্ঘটনার খামে আর কত মেধাবীকে হারাবো? দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার মেধাবীকে প্রাণ দিতে হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনার নামে। চালকদের নামে মামলা করলেও আইনের ফাক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে তারা চলছে বহাল তবিয়তে। তেমনি ভাবে গাংনী উপজেলার বামুন্দিত ট্রাক পাচায় প্রাণ হারাতে হয় মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মকবুল আহাম্মেদ ও আক্তারুজ্জামানকে।

ঘাতক ট্রাকচলকের বিচার সহ নিরাপদ সড়ক ব্যাবস্থার দাবী করেন ছাত্র সংগঠনের নেতারা। মানববন্ধনের মাধ্যমে তারা দাবী করেন একটি মেধাবী শিক্ষার্থী লেখা পড়া শেষ করে যখন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেন, এবং তার পরিবারকে স্বপ্ন দেখান তখনি তাকে ট্রাক কিংবা বাস চাপায় নিহত হতে হয়। আমরা এই অকাল মৃত্যু চাই না।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ নিহত মকবুল আহাম্মেদ ও আক্তারুজ্জামানের পরিবারের সদস্যরা এ মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করেন।

উল্লেখ্যঃ মেহেরপুরের গাংনীর বামুন্দি গরুর হাটে সড়ক ঈদের দ্বিতীয় দিনে রোববার সকালে এটিএন নিউজের এইচআর ডিপার্টমেন্টের সহকারী ব্যবস্থাপক ব্রজপুর গ্রামের মকবুল আহাম্মেদ ও তার বন্ধু গোয়াল গ্রামের আক্তারুজ্জামান একটি মোটর সাইকেল যোগে বামন্দী পশুহাট হয়ে বাসস্ট্যান্ড আসার পথে মোটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন তারা।

এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাদেরকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান মকবুল আহাম্মেদ ও আকতারুজ্জামান। পুলিশের একটি টীম ট্রাকটি আটক করে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ স্বামী- স্ত্রী আটক

মেহেরপুরে ২ গ্রাম হেরোইনসহ স্বামী-স্ত্রীকে আটক করেছে পিরোজপুর ক্যাম্প পুলিশ।

বুধবার দুপুরে পিরোজপুর ক্যাম্প এর আইসি নিখিল চন্দ্র সরকার পিরোজপুর দাস পাড়া মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করেন।

আটককৃতরা হলো মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের মৃত আব্দল করিম বিশ্বাস এর ছেলে ফারুকুজ্জামান তুষার (৩০) ও তার স্ত্রী নাজমা খাতুন (২২)।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আটক আসামী ফারুকুজ্জামান তুষার মাদক মামলার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী। সে দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসার সাথে জড়িত।

গাংনীর কামারখালীতে একটি পুকুর থেকে বৃদ্ধ’র লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে আমজাদ হোসেন (৭০) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে উপজেলার মোটমুড়া ইউনিয়নের কামারখালী গ্রামের একটি পুকুর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। আমজাদ হোসেন ওই গ্রামের মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে।

আমজাদ হোসেনের ছেলে আশাবুল ইসলাম জানান, তার বাবা মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ হন। ধারণা করা হচ্ছে তার বাবা গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তার বাবা মৃগী রোগে ভুগছিলেন।

মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ জানান, আমজাদ হোসেন পানিতে ডুবে মারা গেছে। সে দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ ছিল।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, আমজাদ আলীরলাশ পুকুরে ভাসতে দেখে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করা হয়।

পরিবার ও স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে

মারা গেছে এ কারণে লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে স্বাস্থ্যবিধির বালাই নেই, বাড়ছে সংক্রমণ

মেহেরপুরে প্রতিদিনিই বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২৮ জন শনাক্ত হয়েছেন। সারা দেশের তুলনায় মেহেরপুরে করোনা পজিটিভ এর সংখ্যা কম হলেও গত দশদিনে শনাক্ত হয়েছে প্রায় ৮০ জন। ঈদ- উল-আযহাকে এর জন্য দায়ি করছে অনেকে।

এছাড়াও ঈদ-উল-ফিতরেও বেশ বেড়েছে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন। এ পর্যন্ত করোনা পজিটিভ এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৯ জনে। অথচ রোগীর সংখ্যা বাড়লেও কমেছে সচেতনতা। মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরুত্ব। স্বাস্থ্যবিধি মানার কোন বালাই নেই। দোকান-পাট শপিংমল, গণ পরিবহন সব ক্ষেত্রেই পাল্টেছে সচেতনতার চিত্র। কোনটাতেই মানা হচ্ছে না সরকারি বিধি নিষেধ।

শুরুর দিকে করোনা প্রতিরোধে প্রশাসনের কড়া নজরদারি থাকলেও বর্তমানে তা কমেছে। দেশে করোনা সংক্রমণের শুরুর দিকে মেহেরপুরে সংক্রমণ ঠেকাতে প্রশাসন যেমন জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তেমনি মানুষজনও সচেতনভাবে সবকিছু মেনে চলেছেন। তার সফলতাও মিলেছিল। দেশে কোভিড রোগী শনাক্ত হওয়ার ৪০ দিন পর প্রথম মেহেরপুরে করোনার সংক্রমণ শনাক্ত হয়। কিন্তু এখন করোনার সংক্রমণ বাড়তে থাকলেও মানুষের মধ্যে সচেতনতা কমছে।

মেহেরপুরে সংক্রমণ এড়াতে গত ২৪ মার্চ থেকে অঘোষিত লকডাউন শুরু হয়। এরপর এপ্রিলের শুরু থেকেই পুরোদমে মাঠে প্রশাসন নেমে পড়ে। জনপ্রতিনিধিরা মাঠে নেমে লিফলেট, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা শুরু করে দেয়। মেহেরপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে প্রায় প্রতিদিনই জীবাণুনাশক দিয়ে প্রধান প্রধান সড়ক ধুয়ে দেওয়া হতো। শহরের বিভিন্ন জায়গায় বুথ বসিয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও লিফলেট বিলি করা হতো। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামনে, মার্কেটের সামনে করা

হয়েছিল হাত ধোয়ার ব্যবস্থা। সবার সমন্বয়ে করোনার প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল সবাই।

গত ২২ এপ্রিল জেলার মুজিবনগর উপজেলায় প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়। সংক্রমণ ঠেকাতে ঐ এলাকাকে লকডাউন ঘোষণা করে জেলা প্রশাসক। তখন গ্রাম-গঞ্জে আরও কড়াকড়ি জারি করা হয়। শহরের অটোরিকশা থেকে শুরু করে দোকানপাট, ওষুধের দোকান, কাঁচাবাজার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে নগরের মানুষজনকে পৌরসভা, জেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যক্তি উদ্যোগে ত্রাণ দেওয়া হয়। এ অবস্থা চলতে থাকে গত ৯ মে পর্যন্ত। কিন্তু ঈদ-উল-ফিতরকে সামনে রেখে সীমিত পরিসরে দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পর থেকে বাড়তে থাকে সংক্রমণ।

এ পযন্ত মেহেরপুরে মোট শনাক্তের সংখ্যা ২১৭ জন। এদের মধ্যে সুস্থ্য হয়েছেন ১১৮ জন, মৃত্যুবরণ করেছে ৮ জন, অন্যত্র গিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন ১৮জন, বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে ৭৪জন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. মখলেছুর রহমান বলেন, দুই ঈদই করোনা ছড়িয়ে পড়ার জন্য বেশি দায়ি। বর্তমানে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু হয়েগেছে। কে আক্রন্ত আর কে সুস্থ এটা বলা মুশকিল। তাই আমাদের সকলকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে আগের চেয়ে বেশি।

সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, করোনা প্রতিরোধে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জন সচেতনতার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছি। ইতোমধ্যে যাদের পজিটিভ এসেছে তাদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের সম্বনয়ে আমরা করোনা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেহেরপুর করোনা মুক্ত হবে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, করোনা প্রতিরোধে সবার আগে আমাদের নিজেদের সচেতন হতে হবে। আমরা প্রতিনিয়ত সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান চালাচ্ছি। কোন কোন ক্ষেত্রে জরিমানাও করা হচ্ছে। তারপরও অনেকেই স্বাস্থ্যবিধি মানতে নারাজ। আমরা মাঠ পর্যায়ে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহন করবো। সেই সাথে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরে আরও ১৭ জন সহ একদিনে ২৮ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে ২য় দফায় আরও ১৭ জনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। এ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৮। করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে এই প্রথম অধিক সংখ্যক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হলেন।

আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয় টার দিকে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন তথ্য নিশ্চিত করেন।

মঙ্গলবার দুই দফায় রিপোর্ট এসেছে ৬৮টি। এর মধ্যে ২৯ জুলাইয়ে দেওয়া নমুনার মধ্যে ২৬টি রিপোর্ট পাওয়া যায়। তার মধ্যে পজিটিভ ১০টি। ৩০ জুলাইয়ে দেওয়ার নমুনার মধ্যে প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৬, পজিটিভ ৭ এবং ২ আগষ্টের দেওয়া নমুনার মধ্যে প্রাপ্ত রিপোর্ট ২৬, পজিটিভ ১১। তিনদিনের প্রাপ্ত ২৮টি পজিটিভের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৫ ,মুজিবনগরে ৪ এবং গাংনীতে ৯টি। ।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা= ২৫২৭টি। মোট পজিটিভ কেইস= ২১৭ (সদর- ১০৮ , গাংনী -৮৬,
মুজিবনগর -২৩)। মৃত্যু – ৭ জন।(সদর-৩, গাংনী- ৩, মুজিবনগর -১)। সুস্থ্য= ১১৮ জন।[ সদর-৬৪, গাংনী -৪৩, মুজিবনগর- ১১] ট্রান্সফার্ড- ১৮ জন। (সদর-১২, গাংনী-৬)
মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ৭৪(সদর-৩০, গাংনী- ৩৩, মুজিবনগর -১১), জন।